সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কবি ফররুখ আহমদ

Vol. 36 | No. 2 | 1993

Check for updates

Volume	36
Issue	2
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈকত আসগর
Published online	February 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i2.3
Pages	29-58
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

কবি ফররুখ আহ

Check for updates

সৈকত আসগর

ফররুখ আহমদ চল্লিশ দশকের শক্তিশালী কবি-প্রতিভা। সমালোচক ফররুখ আহমদের কোন কোন কবিতাংশের সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলীর কবিতার সাদৃশ্য উদ্ধার করেছেন।[১] ফররুখ আহমদের কবিতা পড়তে গিয়ে কারো মনে পড়েছে কীটস ও প্রি-রাফেলাইট কবিদের কথা। মরিস সুইনবার্ণের কথা।[২] এমন হওয়া স্বাভাবিক। তাঁর ঘনিষ্ঠ জনের সাক্ষ্য, ফররুখ আহমদ কীটস, শেলী, গ্যেয়টে, হুইটম্যান অবলীলায় মুখস্থ বলতে পারতেন।[৩] দেশী অর্থাৎ বাংলা ভাষায় মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ কবি; প্যারীচাঁদ, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ গদ্যকারও তাঁর আগ্রহ কেড়েছিলেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, ফররুখ আহমদ ইসলামী মানবিক মূল্যবোধের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন কোরানের ইংরেজি তর্জমা পড়ে।[৪] সে যা হোক, ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি ফররুখ আহমদের ঝোঁক ছিলো এবং তিনি যখন তাঁর "পোড়ামাটি" কবিতায় বলেন — মরুভূমি মানুষের মন,[৫] তখন টি. এস. এলিয়টের কথা পড়ে। তাঁর 'সিজারের লাশ' কবিতাটির নাম মনে পড়লে শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার-এর কথাও মনে আসে। তবে শেক্সপীয়র তাঁর কবিতায় প্রভাব নয়। কিন্তু টি. এস. এলিয়ট-এর শূন্যতাবোধ, যুগ ও জীবনের শূন্যতাবোধ ফররুখ আহমদকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে। নিচের কবিতাংশগুলোর দিকে তাকালে তার পরিচয় পাওয়া যাবে:

১. শূন্য মাঠ, মরা ঘাস, বিবর্ণ পাপড়ি গন্ধহীন,
বিক্ষুব্ধ প্রান্তর পথে দল বেঁধে মৃত্যুর চাতালে
কারা যেন ছুটে যায় অন্ধকারে অথবা পাতালে
মনের আগ্নেয়গিরি সে মাটিতে তুলেছে সঙিন।[৬]

২. সে রাত্রে দেখেছি এক মরুশব জনশূন্যতার
তুষার মেরুর মত সে মেরুতে নাই তৃণদল।

হালকা সুরের রেশ মুহূর্তের আনন্দ উজ্জ্বল
সে বালু-সমুদ্রে যেন ডুবে যায় বুদবুদ নিঃসাড়।[৭]

৩. অশান্ত পৃথিবী আজ, ... শান্তি হারা মানুষের মন/ব্যধিগ্রস্ত।[৮]

৪. দৃষ্টি বন্দী হয়ে আছি
বিরান মাঠের বুকে সঙ্গীহারা পিঞ্জরে। ... এখানে
বিশবার ঘুরে গেছে বাহারের শ্যামা ও বুলবুল,
বিশবার গোলাবের এসেছে মৌসুম; দেখি নাই
দেখি নাই আমি। শুকায়েছে শবনাম, শূন্য মাঠে
শুক্‌নো খড়কুটো ঘোরে — ক্লান্তিকীর্ণ হতাশা আমার
ঘূর্ণাস্রোতে। বিলুপ্ত নদীর কান্না শুনেছি বালুতে।

[হাতা/১২০]

৫. তিক্ততার বঞ্চনার মুখে মনে হ'ল বিস্বাদ জীবন
যেন এক পোড়া মাঠ, নাই তাতে প্রাণের স্পন্দন
সবুজের চিহ্ন নাই, আদিগন্ত করোটি ধূসর
ফুল-শস্য-তৃণহীন পড়ে আছে মৃত, অনুর্বর।

[ঐ/২২]

৬. মনে পড়ে যায় সারা দুনিয়ার খুন-খারাবীর কথা,
লোহ দরিয়ায় জমা হ'ল যেন মানুষের ব্যর্থতা!
যেদিকে তাকাই দেখি আমি ভয়ে সর্পিল সংশয়,
নাই প্রশান্তি, রক্ত সাগর শুধু অশান্তিময়।

[ঐ/২২১]

৭. মানুষের নগ্নরূপ বহু নিম্নে পাশবিকতার
দেখেছি সভয়ে আমি খুলে ক্লান্ত মনের দুয়ার,
আজদাহার মতো লোক পৃথিবীতে দেখেছি লোভীর
ইবলিসের ভূমিকায় হিংস্ররূপ দেখেছি চক্রীর,
দেখেছি স্বার্থান্ধ প্রাণ, সঙ্কীর্ণতা দেখেছি প্রচুর;
পাইনি কখনো তাতে জিন্দেগানি আনন্দের সুর।

[ঐ/৯৬]

ফররুখ আহমদ জীবনের শূন্যতাবোধকে যেমন কবিতায় ধারণ করে রেখেছেন, তেমনি মানুষের কুটিলতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থান্ধতাকে কাব্যে স্থান

দিয়েছেন। মানুষের সততায় হারায়েছি আমি যে বিশ্বাস — এ উক্তি শুধু হাতেম তায়ী-র নায়িকা হুসনা বানুরই নয়, আধুনিক বিক্ষুব্ধ পৃথিবীর যে-কোন নায়িকার, যে কোন মানুষের। তবে আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে, ফররুখ আহমদ শুধু শূন্যতাকেই সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন নি, জীবনের কুশ্রীতাকেই শুধু মূল্যবান ভাবেন নি, জীবনের আশাবাদও তাঁর কবিতায় ধ্বনিত—

১. কান পেতে শোনো তুমি জীবনের বিপুল স্পন্দন।
তুমি জানো এ-মৃত্যুর চিরবন্ধা রুক্ষ মরুতল,
দীর্ণ করি অনায়াসে যেতে পারে আমার লাঙল।[৯]

২. অনাবাদী জমিনের বালুবক্ষে ফলাতে ফসল
খিজিরের প্রাণৈশ্চর্য দাও তুমি ... সবুজ ... শ্যামল,
প্রশ্নের জটিল গ্রন্থি উন্মোচিত হয় যাতে, আর
তৃষিত মানসে যেন খোলে দ্বার প্রশান্তি-প্রজ্ঞার।[১০]

৩. এই রাত্রি দীর্ণ করি আসিবে কি দীপ্ত ফলা সূর্যের লাঙল
মাঠে মঠে কোনদিন দোলাবে কি স্বর্ণ শীষ সবুজ ফসল
মনের মহুয়া বনে জাগাবে কি যৌবনের স্বপ্ননীল হাওয়া,
ফাল্‌গুন বন্যার দিনে আগুন দিগন্ত ভূমি ছাওয়া
জাগাবে কি জাগাবে কি আর;
পার হয়ে এই রাত্রি, পার হয়ে এই অন্ধকার ?...
হে বন্য স্বপ্নেরা মোর ! কোন দিন যদি ফুটেছিল
　　　　তোমায় শাখায় লাল, নীল,
অসংখ্য অশেষ যাত্রা সে পথে আমার। যদিও সে
　　　　ক্লিন্ন পথে সাপের মিছিল।।[১১]

ফররুখ আহমদের মতো এমন জীবনবাদী কবিকে কবির মর্যাদা না দিয়ে শুধু মুসলমান করবার চেষ্টা[১২] করবার মধ্যে যে এক চোখ দৃষ্টি আছে, তা ফররুখ আহমদের জন্যে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি বাংলা সাহিত্যের জন্যেও। মুসলিম-ঐতিহ্য তাঁর কবিতায় সার্থকরূপ পেয়েছে — এমন কথা মনে রেখেও বলা যায়, — তাঁর কবিতায় কবিতার সার্থক জন্ম ঘটেছে।

সমাজ সচেতনতা ফররুখ আহমদের কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। 'ধনতন্ত্রের কবর খোঁড়বার ইচ্ছে'[১৩] তাঁর একটি চিঠিতে পাওয়া যায়।

ধনতন্ত্রের নির্মম শোষণ মানুষকে মনুষ্যত্বহীনতার অতল গহ্বরে তলিয়ে দিয়েছে। এ ক্ষোভ ফররুখ আহমদের অনেক কবিতায় ধ্বনিত। ক্ষুধা, দুর্ভিক্ষ, শোষণ, রুগ্নতা, মানুষের হিংস্রতা, শ্রমের অমর্যাদা প্রভৃতি তাঁর কবিতায় সার্থক হয়ে উঠেছে। কৃষক, শ্রমিক তাঁর কবিতায় কখনো হেয় হয় নি। আহসান হাবীব মিডাস[১৪]-এর প্রতীকে ধনতান্ত্রিক পৃথিবীর শোষকদের মুখোশ উম্মোচন করেছেন, ফররুখ আহমদ হাতেম তায়ীর মাধ্যমে সে মুখোশের অন্তর্চেহারাকে স্পষ্ট করেছেন —

যে বাসনা
দৌলতের, যে পিপাসা পরিপূর্ণ ভাণ্ডার পেলেও
নতুন ভাণ্ডার চায়, যদি পায় সম্পূর্ণ পৃথিবী
দ্বিতীয় পৃথিবী খোঁজে; প্রলুব্ধ সে বাসন আমাকে
বানালো স্বর্ণের দাস — স্বেচ্ছাবন্দী জরিন জিঞ্জিরে।

[হাতা/১১৭]

ফররুফ আহমদের এ উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এ জগতে হায় সেই বেশী চায় আছে যার ভুরি ভুরি'-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ধনিদের ধন-পিপাসা চিরন্তন। শোষকের শোষণপ্রীতিও চিরন্তন। কিন্তু সে পিপাসা বা প্রীতি শোষিতের জীবনে দুর্গতি বয়ে আনে। ফররুখ আহমদ তার কবিতায় লিখেছেন—

১. গলিত লাশের দেহে পরিপুষ্ট কৃমির মতন
সমাজ সত্তাকে কেউ রাত্রিদিন করেছে শোষণ,
কুষ্ঠ জীবাণুর মতো লালাসিক্ত কামুক ইল্লৎ
গলীজ, খবিস যারা কলঙ্কিত করেছে মিল্লত,
নর্দমার প্রাণী যত, আবর্জনা স্তূপে যারা লীন
নির্লজ্জ মাতাল আর অত্যাচারী কাণ্ডজ্ঞানহীন
ঘৃণ্য কুকুরের চেয়ে আরো ঘৃণ্য;

[হাতা/৯৮]

২. চুনো মাছ খাওয়া যদি বৃহৎ মৎসের মূলনীতি,
তাহলে কিভাবে বলো চুনো দের অকারণ ভীতি?
হোক না প্রাচীন আর অতিশয় অভিজাত রীতি
চুনোদের কাছে ওটা আদ্যোপান্ত কঠিন দুর্নীতি।

[শ্রেক/১৩২]

তবে ফররুখ আহমদ-এর সমাজভাবনা মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে বিচার্য নয়। ফররুখ আহমদ বলেছেন — ইসলামী রাষ্ট্রের বা পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ শত্রু বলে সর্বপ্রথম গণ্য হতে পারে কুফরী ও ক্যাপিটালিজম।[১৫] তিনি যে আদর্শ নিয়েই কথা বলুন না কেন, ক্যাপিটালিজম যে তার ঘৃণা কুড়িয়েছে, এমন কথা বলা যায়। কলেজের ছাত্র থাকা কালে ফররুখ আহমদ বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উপমহাদেশের প্রখ্যাত 'রেডিক্যাল হিউম্যানিস্ট' মানবতাবাদী কমরেড এম. এন. রায়ের অনুসারী।[১৬] লেনিন-ভক্ত কবি বিষ্ণু দে, 'পরিচয়'-এর মার্ক্সবাদী গোষ্ঠীর এককালীন[১৭] (পরে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী নন), কবি বুদ্ধদেব বসু নাকি ফররুখ আহমদের শিক্ষক ছিলেন। রিপন কলেজের ছাত্র ফররুখ আহমদ (তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজ, সেন্ট পল কলেজেও ছাত্র ছিলেন) সম্পর্কে বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'কবিতা ভবনে'[১৮] কোনো কথা বলেন নি, (বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, প্রমথনাথ বিশী, বিমলাপ্রসাদ, হীরেন মুখার্জি, হমফ্রি হাউস অনেকের কথা বলেছেন, রিপন কলেজ সম্পর্কে বলতে গিয়ে)। সে যা হোক, ফররুখ আহমদের সমাজ-চিন্তায় মার্ক্স-লেনিন থাক বা না থাক, তিনি সমাজের কদর্য চেহার, কুৎসিৎ ছবি, মানুষের প্রতি শোষণের যে চিত্র তাঁর কবিতায় তুলে ধরেছেন, তা একজন সমাজ-দরদী কবির কণ্ঠস্বরকে চিহ্নিত করে। বিষ্ণু দে-র কবিতায় তে-ভাগা আন্দোলনের কথা আছে, ফররুখ আহমদও 'তে-ভাগা সঙ্গীত' নামে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাঁর কবিতায় 'কমরেড'[১৯] শব্দ ব্যবহৃত হলেও কমরেডদের তিনি ব্যঙ্গই করেছেন। কারণ 'জনতার মাথা বেচি আনিব মুক্তির লাল দিন/ সেই সাথে মোর ট্যাক হবে জানি সম্পূর্ণ রংগিন।'[২০] রাজনীতির এ ভাওতাবাজিতে তিনি বিশ্বাস রাখতে পারেননি। তাই সমাজের মানুষের শোষণকে তিনি কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিতে না দেখে কবির দৃষ্টিতে দেখেছেন। আমরা তাঁর কবিতা থেকে সমাজ-সচেতনাবিষয়ক কিছু পংক্তি উদ্ধার করছি :

১. গাঁইতির দীপ্ত মুখে বেজে ওঠে পাথরের দিন, ...
যেখানে গাঁইতি এক ওঠে নামে বিদ্যুতের মতো
দীর্ণ করি পাথরের মৃত স্তর সংগ্রাম আহত
দুঃস্বপ্নের শেষে আনে ফসলের রক্তিম সকাল।।

[শ্রেক/৯৬–৯৭]

২. সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারী,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন ধ্বনি আওয়াজ শুনছি তারি।
ওকি বাতাসের হাহাকার, –ওকি
রোনাজারি ক্ষুধিতের।
ওকি দরিয়ার গর্জন, — ওকি বেদনা মজলুমের!
ওকি ক্ষুধাতুর পাজরায় বাজে মৃত্যুর জয় ভেরী!
পাঞ্জেরী!

[ফর/৩৫–৩৬]

৩. শ্রমিকের রক্ত পাতে পানপাত্র রেঙে ওঠে কার?

[ঐ/৩৮]

৪. পাহাড়ী কিশোর কণ্ঠে শোনা গেল ছাতা-সারানোর/শ্যেন তীব্র স্বর।

[শ্রেক/৩৭]

৫. সংগ্রামী মানুষ তবু দুই তীরে চালায়ে লাঙল
কঠিন শ্রমের ফল-শস্যদানা পেয়েছে প্রচুর;

[ঐ/১০৯]

৬. কিষাণ-মজুর পায়না যে মাঠে শ্রমের ফল
সে মাঠের সর্ব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও।

[ঐ/১০৬]

৭. মজুরের আর
নিঃস্ব জনতার পথ টানিছে আমাকে।

[ঐ/১৬৯]

৮. বনি আদমের প্রাপ্য দাও তাকে ফেরায়ে আবার,
দাও ইনসানের হক। যে দৌলত্ আছে সঙ্গোপন,
পাবে যা সামান্য শ্রমে; — মনে রেখো একমাত্র তুমি
তার অধিকারী নও। ছিল যারা স্বেদ ও শোণিত,
যাদের রক্তের মূল্যে বেবাহা দৌলত, সম্পদের
অধিকারী তারা, তারাই ঐশ্বর্য পাবে, — জিন্দেগীতে
পেল যারা ক্রমাগত বঞ্চনা; অথচ শ্রমশীল
প্রবঞ্চিত সেই সব বান্দা এলাহির।
মরু মাঠে

জেনেছি একথা আমি রাত্রি শেষে।

[হাতা/৭৬]

৯. মৃত সভ্যতার দাস স্ফীত মেদ শোষক সমাজ!

[ফর/১/৪০]

১০. পড়ে আছে অন্তহীন অন্ধকারে
শাসনে, শোষণে আর অন্যায়ের জগদ্দল চাপে
বিকলাঙ্গ মানুষের পৃথিবীর বিশাল।

[হাতা/ ২০৯]

১১. কী আমার আসে যায় যদি ডোবে পল্লী ও শহর?
কোমল মাংসাশী দিন মোর থাক রক্তিম প্রভাত
ব্যাঙ্কের জমানো স্তূপ আভিজাত্য, কৌলিন্য প্রচুর
আর সাথে নিত্য নব পণ্য–প্রেয়সীর তনুতল
নিচের আওয়াজে শুধু কেটে যায় সে মসৃণ সুর।
কুকুর লেলায়ে দাও। পলাতক ভিখারীর দল
এবার ঘনিষ্ঠ হয়ে মোর মুখে রাখো ওষ্ঠাধর,
তোমার তনুর স্বর্গে ডুবে যাক মৃত্যুর খবর।।

[শ্রেক/১২৬–২৭]

১২. দেখ জনতার বিশাল অঙ্গ রুগ্ন নিসাড় ছবি,
ডুবে যায় তার মধ্যে দিনের রবি,
দেখ অবেলায় ম্লান তার বনভূমি;
নিজেরে বেচিয়া দাঁড়ালো সে বৃথা পিশাচের পায়ে চুমি।

[ফর/১/১১৩]

১৩. থামিল না সেই বর্শা — শোষকের মেদস্ফীত লোভ।

[ঐ/১৫৫]

১৪. পুরানো সমাধি স্তম্ভ পার হ'য়ে কারখানা, প্রাচীন দেয়াল।
বিশীর্ণ ক্ষুধার ছায়া, কৃষাণের ক্লান্ত দেহ, শ্রমিক-কঙ্কাল,
নুয়ে পড়া শ্রান্ত মূর্তি শ্রমজীবী কেরানীর, বুভুক্ষু নিখিল,
অবসন্ন বসুন্ধরা খোলে কর্ম-জগতের খিল।
এসেছে প্রভাত।
সারা দিন, সারা রাত

দশদিক ঘুরে পড়ে মেদস্ফীত শোষকের উর্ণনাভ-জাল,
জনতার রক্ত স্রোত কেটে-কেটে চলে তার জাহাজের হাল,
ওড়ে তার বিজয়-পতাকা
শোষিত-করোটী-চিহ্ন আঁকা।
কে রাজা এ পৃথিবীতে?

[ঐ/১৫৬]

১৫. ইনসানের মাঝে কোন প্রতারক, প্রভুত্বপিয়াসী
মিথ্যা পরিচয় দিয়ে করে তিক্ত শাসন, অথবা
শোষণের যাঁতা-কলে ধ্বংস করে সত্তা মানুষের?

[হাতা/১৩]

ফররুখ আহমদের সমাজ-সচেতনা সম্পর্কে আর সন্দেহ থাকার কথা নয়। আমরা পূর্বে বলেছি, তাঁর সমাজ-সচেতনতা মার্কসীয় চিন্তাকে অনুসরণ করে না। মার্ক্সবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু ফররুখ আহমদ শোষিতের পক্ষে কথা বলেছেন। শোষণের অবসান কামনা করেছেন, অভিজাত-মহলের নগ্নরূপকে উন্মোচিত করেছেন কিন্তু মার্ক্সবাদী হননি। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে মার্ক্সবাদের পার্থক্য[২১] আছে।আর পার্থক্য আছে বলেই জুলুমের ফাঁদে ক্ষুধাতুর বিষাক্ত প্রভাবে লেলিহ মানবতা তাঁর কবিতায় মাথা তুললেও কাস্তের সংঘাত তাঁর ঘুমের শান্তির ব্যাঘাত ঘটিয়েছে :

অসংখ্য ইঁদুর-কর্মী ক্ষিপ্র হাতে গড়িতেছে ভিত
সাম্প্রতিক জীবনের। জমেছে পেট্রোল, গ্র্যানাইট
মধ্যে মধ্যে কাতুকুতু আর তীক্ষ্ণ কাস্তের সংঘাত।
ঘুমায়েও শান্তি নাই জেগে দেখি পথে ঘাটে ইঁট
নতুন সড়ক আজ গড়িতেছে ইঁদুর স্যাঙ্গাত।।

[শ্রেক/১২৯]

মুসলিম জীবনই শেষ পর্যন্ত ফররুখ আহমদের কবিতায় মুখ্য হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও মুসলিম চরিত্রের প্রতি অবজ্ঞাশীল নন। তাঁর অনুবাদ নাজিম হিকমতের কবিতা,[২২] শেখ বদরুদ্দিনের মহাকাব্য থেকে,[২৩] আহম্মদ ডাইভারী[২৪] প্রভৃতিতে তাঁর প্রমাণ মিলে। আর কবিদের কাছে হিন্দু-মুসলমান বড় কথা নয়। বড় কথা মানুষ। নজরুলের কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্যের পাশাপাশি হিন্দু ঐতিহ্যও স্থান পেয়েছে। মধ্যযুগের

অনেক মুসলমান কবিদের কবিতায়ও হিন্দু দের-দেবীর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। অথচ অনেকেই আল্লাহ রসুলের নাম নিয়ে কবিতা শুরু করেছেন। ধরা যাক, আলাওল ও দৌলত কাজীর কথা। এ প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন— "Alaol was writing Padmavati, the story of a Hindu Princess, or when Daulat Qazi was writing the story of Sati Maina, another Hindu princess, they started by sining the praises of Allah and His Prophet." [২৫] মধ্যযুগের আরও অনেক মুসলিম কবির রচনায় হিন্দু প্রসঙ্গ আছে।[২৬] ফররুখ আহমদের কবিতায় হিন্দু প্রসঙ্গ পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। সে যা হোক, স্ববিরোধ সত্ত্বেও ফররুখ আহমদের কবিতায় সমাজ-সচেতনতা ও বাস্তবতাবোধ এক অভিনব কাব্যিক ভাবনায় অনন্য। তাঁর 'লাশ' 'দুর্ভিক্ষের সন্তান' প্রভৃতি কবিতার চরম বাস্তবতা বাংলাদেশের তিরিশোত্তর ধারার কবিতায় পাওয়া যাবে না। শুধু জয়নুল আবেদীন-এর ছবি[২৭] ছাড়া, বাংলাদেশের আর কোনো কবি চরম বাস্তবতাকে এমন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। সহমরণের মতো জঘন্য সামাজিক ব্যাধিও 'হাতের তায়ী'-কাব্যে তিনি তুলে ধরেছেন —

> সহ মরণের দৃশ্য হিন্দুস্থানে দেখিল হাতেম
> আতঙ্কিত। তারপর নদী-নদ পাহাড় ছাড়ায়ে
> দরিয়া, সাহারা ঘুরে নির্জনেও আবাদ বস্তিতে
> শান্তি-সংঘাতের মাঝে গ্রন্থি খুলে আলো আঁধারের
> থামিল একদা এক জনাকীর্ণ শহরের ধারে
> গোরস্থানে (জিন্দাকে মুর্দার সাথে গোর দেয় যারা
> তাদের মুলুকে)।
>
> [হাতা/১৮৫]

ফররুখ আহমদ যে সমাজসচেতন কবি ছিলেন, সে সম্পর্কে আর কারো দ্বিধা না থাকাই ভালো।

ফররুখ আহমদের কবিতায় স্বদেশভাবনা একটি বিতর্কিত প্রসঙ্গ। যেখানে সৈয়দ আলী আহসান 'পূর্ব পাকিস্তান'-এর (সাবেক) মাটিতে থেকেও 'আমার পূর্ব-বাংলা' নামে স্নিগ্ধ-সুন্দর একগুচ্ছ কবিতা লিখলেন, সেখানে ফররুখ আহমদ বাংলাদেশ বা পূর্ব বাংলা শিরোনামে কোনো

কবিতা লিখলেন না। লিখলেন "আজাদ করো পাকিস্তান' কিংবা 'কায়েদে আজব জিন্দাবাদ'। এ ব্যাপারে পূর্বে কিছু কথা বলেছি আমরা। বাংলাদেশ বা বাংলা কিংবা পূর্ব বাংলা শিরোনামে তাঁর কোনো কবিতা না থাকলেও অনেক বার তাঁর কবিতায় বাংলা এসছে :

১. ললিত মাটির রসে গাথা, গান এ পাক বাঙলার।[২৮]

২. মদিনার সাথে যোগ রাখিয়াছে এ পাক বাংলার।।

[মুক/৪৮]

৩. আটলাই, পাশপাই ধান — এ পাক বাংলার মাঠে মাঠে।

[ঐ/৪৯]

৪. অজস্র ধানের শীষে; এই পাক বাংলার অঙ্গনে।।

[ঐ]

৫. সে কাহিনী শুনি আমি এ পাক বাংলার পুরোভাগে

[ঐ/৫৩]

৬. রূপে রসে পরিপূর্ণ গণ-চিত্তে এ পাক বাংলার

[ঐ/৮৩]

ফররুখ আহমদের কবিতায় বাংলা প্রসঙ্গ পাকিস্তান আমলেই এসেছিলো-উনিশশ' তেষট্টি কিংবা তারও আগে। ১৯৪৬ সালে "আজাদ করো পাকিস্তান" যখন প্রকাশিত হয়, তখন ফররুখ আহমদের স্বপ্ন ছিলো — পাকিস্তানে হয়তো নিপীড়িত মানুষ শান্তির মুখ দেখবে। 'পাঞ্জেরী' কবিতায় তিনি রাজনৈতিক নেতাদের হুশিয়ারিও দিয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে রেসকোর্সে যখন জিন্নাহ ঘোষণা করলেন 'Urdu and nothing but Urdn shall be the State language of Pakistan' তখন রাজনৈতিক নেতার মুখোশ ফররুখ আহমদের কাছে উন্মোচিত হয়ে যায়। তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে কলম ধরেন। তিনি 'পাকিস্তান: রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধে লেখেন — '...ঐ ন্যায় সঙ্গত দাবীর বলেই পাকিস্তানের জনগণ শুধু আহার্যের নয় — সংস্কৃতি ও ভাষার অধিকার কেড়ে নেবে। গণতান্ত্রিক বিচারে যেখানে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হওয়া উচিত সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষাকে পর্যন্ত যাঁরা অন্য একটি প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তরিত করতে চান তাদের উদ্দেশ্য অসৎ। পূর্ব-পাকিস্তানের সকল অধিবাসীর সাথে

আমিও এই প্রকার অসাধু প্রতারকদের বিরুদ্ধে আমার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। [ফর/১/২৮৪] তিনি শুধু প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত হন নি, সে প্রতিবাদের ভাষাকে কবিতায়ও তুলে ধরেছেন কখনো ব্যঙ্গে কখনো ক্ষোভে। তিনি 'উর্দু বনাম বাংলা' কবিতায় লিখেছেন —

দুই শো পঁচিশ মুদ্রা যে-অবধি হয়েছে বেতন
বাংলাকে তালাক দিয়া উর্দুকেই করিয়াছি নিকা,
বাপান্ত শ্রমের ফলে উড়েছে আশার চামচিকা
উর্দুনী আভিজাত্য (জানে তা নিকট বন্ধুগণ)।
আতরাফ রক্তের গন্ধে দেখি আজ কে করে বমন?
খাঁটি শরাফাত নিতে ধরিয়াছি যে অজানা বুলি
তার দাপে চমকাবে এক সাথে বেয়ারা ও কুলি
সঠিক পশ্চিমী ধাঁচে যে মুহূর্ত করিব তর্জন।
পূর্ণ মোগলাই ভাব, তার সাথে দু'পুরুষ পরে
বাবরের বংশ দাবী — (জানি তা অবশ্য সুকঠিন
কিন্তু কোন লাভ বলো হাল ছেড়ে দিলে এ প্রহরে)
আমার আবাদী গন্ধ নাকে পায় আজো অর্বাচীন
পূর্বোক্ত তালাক সূত্রে শরাফতি করিব অর্জন;
নবাবী রক্তের ঝাঁজ আশা করি পাবে পুত্রগণ।। [শ্রেক/১২৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ, বাংলাভাষাকে নিয়ে তিনি আরও অনেক কবিত লিখেছেন। যেমন-'চলতি ভাষার পুঁথি,' 'বাংলা ভাষায় প্রতি,' 'শা গরীবুল্লাহ', 'গদ্য পৃথিবীর' 'বাংলাভাষার গান' প্রভৃতি। আর আমাদের বাংলাভাষার আন্দোলনই যে আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তি, এসব বলবা অপেক্ষা রাখে না। আমাদের ভাষা-আন্দোলন ছিলো— সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির আন্দোলন। কিন্ত আইয়ুব খানের Friends not Masters-এ পাই— 'The language problem has to be viewed essentially as an academic and scientifi problem. Unfortunately it has become a highly explosive politica issue and the result is that no noe wishes to talk about it for fear o being misunderstood. The intellcetuals who should have beer vitally interested in the matter have remained on the touch-lin lacking the moral courage to face up to the some solution and fac the odium, so that they may be able to sit back in comfort an

criticize whatever solution is offered'. আইয়ুব খানের উক্তিতে এখানে পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যাচ্ছে ভাষার প্রশ্নে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা তার বিরাগভাজন হয়েছিলেন।[২৯] ভাষার প্রশ্নে যে আইয়ুব খানের কাছে এদেশের বুদ্ধিজীবীরা বিরাগভাজন হলেন, সেই আইয়ুব খানের 'প্রেসিডেন্ট পুরস্কার' প্রাইড অব পারফরম্যান্স প্রত্যাখান করেছিলেন ফররুখ আহমদ। ১৯৬১ সালের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার তিনি গ্রহণ করেন নি। ইসলামাবাদ গিয়ে আইয়ুবের হাত থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করতে হবে শুনেই তিনি ক্ষেপে যান এবং সেখানে যেতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ, তাঁর ভাষায়, জালেমের হাত থেকে এনাম নেয়া যায় না।[৩০] আর পাকিস্তানী নেতাদের চরিত্রও তাঁর অজানা ছিলো না। তিনি তাঁর 'নেতা' নামক ব্যঙ্গ কবিতায় রাজনৈতিক নেতার মুখোশ খুলে দিয়েছেন —

'মানুষের লাগি কাঁদি ভিজায়েছি আমার আস্তিন
কমরেড। বেরাদর...' (যাই বলি জেনো আমি নেতা
আদর্শ ভাঙায়ে খাই মুক্ত-দিল উদার প্রচেতা
জনতার মাথা বেচি আনিব মুক্তির লাল দিন।
সেই সাথে মোর ট্যাঁক হবে জানি সম্পূর্ণ রঙিন।
মরুক পঞ্চাশ লাখ, মারিব পঞ্চাশ লাখ নিজে!)...
'তোমাদের দুঃখে মোর প্রতিদিন বুক ওঠে ভিজে
অহর্নিশ বয়ে যাই জনতার দুঃখের সঙ্গিন।'
(কিঞ্চিৎ কষ্টও মানি, জানি ভালো হইবে আখেরে,
বাধা দেয় পিছু হতে উদ্ভট বেকার বদলোক
আমার ব্যবসা বুঝি করিয়া দিতেছে এক টেরে
চাকরির উমেদারী করে এসে অচেনা বালক,
আমার হউক সব তাই চষি সব মানুষেরে
তোমাকেও দিব কিছু হও যদি আমার শ্যালক)।।

[শ্রেক/১২৯]

ফররুখ আহমদ পাকিস্তানকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, কিন্তু বাংলাদেশ তাঁর কবিতায় উপেক্ষিত হয় নি। তিনি 'কায়েদে আজম তিরোধানে'[৩১] কবিতা লিখেছেন, শেরে বাংলা তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত নন। 'শেরে বাংলার মহা- প্রয়াণে'[৩২] শেরে বাঙলার চেহলাম উপলক্ষে'[৩৩] 'শেরে বাংলার মাজারে'[৩৪] — এসব কথা তার প্রমাণ দেয়। কায়েদে আজম বা পাকিস্তান ছিলো তাঁর স্বপ্ন, কিন্তু সে স্বপ্ন তাঁর পরবর্তীকালে ভেঙেছে।

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ছিলো তাঁর অন্বিষ্ট, তাই সে অন্বিষ্টকে তিনি কখনো প্রত্যাহার করেন নি। তাঁর কবিতায় পাকিস্তানের পরিবর্তে বাংলাদেশের নৈসর্গিক শোভা এসেছে, সেখানেও তিনি অধিকাংশ সময় ইসলামী ঐতিহ্যের ব্যবহার করেছেন। জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'রূপসী বাংলা'র অনেক কবিতায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে হিন্দু বা বৌদ্ধ ঐতিহ্য মিশিয়েছেন। ফররুখ আহমদ বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা-বিষয়ক কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহার করেছেন। এর কারণ, আমরা পূর্বেই বলেছি, হিন্দুর সমকক্ষতা। সে সমকক্ষতা অর্জন ফররুখ আহমদের পক্ষে সম্ভব না হলেও তিনি যে চেষ্টা করেছেন, এটাই তাঁর জন্যে বড় কথা। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুসলিম জীবনের জন্যে যে আকৃতি প্রকাশ করেছেন, ফররুখ আহমদের প্রচেষ্টা সে আকৃতিরই একটা রূপ। জীবনানন্দ দাশের পৃথিবী এবং ফররুখ আহমদের পৃথিবী যদিও এক নয়, তবুও ফররুখ আহমদের কোন কোন কবিতায় জীবনানন্দ দাশের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ধরা যাক "মুহূর্তের কবিতা"-র 'শেষ কথা' ও 'বিগত' কবিতা দুটির অংশবিশেষ:

১.　কিছু লেখা হল আর অলিখিত রয়ে গেল ঢের
কিছু বলা হ'ল আর হয়নি অনেক কিছু বলা;
অনেক দিগন্তে আজও হয় নাই শুরু পথ চলা;
কে জানে সকল কথা? কে পেয়েছে সংজ্ঞা সময়ের?

[মুক/১১০]

২.　ঘাস ফড়িঙের রঙ মিশে যায় ধানের সবুজে,
শাপলা শালুকে ঘেরা সুদূর দিগন্ত ছোঁয়া বিল,...
শুক্লা দ্বাদশীর চাঁদ উঁকি দেয় নীলায় গম্বুজে।
নিঃসাড়, নিশ্চুপ হয়ে যে বেদনা ছিল মুখ গুঁজে
আশ্বিনের শুক্লা সাঁঝে কে কোথায় খুঁজে ফেরে মিল
মনে হয় একদিন এ জীবন ছিল সাবলীল
বহতা নদীর মতো; আজ পাওয়া যাবে না তা খুঁজে।

[মুক/২০]

আমরা জীবনানন্দ দাশের এবং ফররুখ আহমদের বাংলাদেশের সৌন্দর্য-বিষয়ক এবং ঐতিহ্য-সম্পৃক্ত কবিতাংশগুলো পাশাপাশি তুলে ধরছি :

১. ক. বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—...
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়...।[৩৫ক]
খ. ঘাস ফড়িঙের রঙ মিশে যায় ধানের সবুজে ...
বকাওলি পরী বুঝি খোলে আঁকাশের ঝিলমিল...।[খ]

২. ক. ফণী মনসার বনে মনসা রয়েছে নাকি? —আছে; মনে হয়,...
সনকার মুখ আমি দেখি নাকি?[৩৬ক]
খ. জ্বিনের শা'জাদা নামে ময়নামতির ফাঁকা মাঠে।
উজ্জ্বল আগুন রঙ শা'জাদার (জানে না অনেকে)[খ]

৩. ক. মাথুরের পালা বেঁধে কতো বার ফাঁকা হ'লো খর আর ঘর।[৩৭ক]
খ. এখনো বিস্ময়ে শুনি কাহিনী দীউয়ানা মদীনার,
অজস্র ধানে শীষে ফিরে আসে যখন অঘ্রাণ

৪. ক. উমার প্রেমের গল্প পেয়েছে সে,– চন্দ্রশেখরের মতো তার জট
মধুকূপী ঘাস–ছাওয়া ধলেশ্বরীটির পারে গৌরী বাংলার
এবার বল্লাল সেন আসিবে না জানি আমি — রায় গুণাকর
আসিবে না — দেশবন্ধু আসিয়াছে খরধার পদ্মায় এবার;
আসিয়াছে চণ্ডীদাস —রামপ্রসাদের শ্যামা সাথে সাথে তার[৩৮ক]
খ. এখনো সোনার গাঁও জেগে আছে সেই স্মৃতি নিয়ে ...
শ্যামল নদীর দেশে এনেছিল সুরের জোয়ার;...
হারানো দিনের স্মৃতি: হাসি-অশ্রু-আনন্দ-সজল
পদ্মা মেঘনার দেশে জাগে আজও ইরানী গজল।।[খ]

৫. ক. যেখানে বারুণী থাকে গঙ্গা সাগরের বুকে — যেখানে বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলাঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;[৩৯ক]
খ. যখন কিশ্‌তীর মুখ পেল খুঁজে আশ্রয় বন্দর
(আকাশে কুতুব তারা: কর্ণফুলী এ নদীর নাম
মাটি, মাঠ ছেয়ে চলে সমুদ্রের পথে অবিশ্রাম;...
বাগদাদের মাল্লা আর মরু হেজাজের সওদাগর
এ মাটিতে পেল খুঁজে শেষ রাত্রি আলিফ লায়লার[খ]

৬. ক. ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ;...
কবেকার কোকিলের, জানো কি তা? যখন মুকুন্দরাম রাম হায়

লিখিতেছিলেন বসে দু'পহরে সাধের সে চণ্ডিকা মঙ্গল[৪০ক]

খ. অশেষ ঐশ্বর্য, আলো এই পাক বাংলার ভাণ্ডারে...
কে জানে কি এনেছিল সে মাহীসওয়ার দরবেশ[খ]
এ মাটিতে মিশে আছে আরবের সেই মাটি তার
একটি অদৃশ্য নদী বয়ে কয় মদিনা অবধি[খখ]

৭. ক. সাত সমুদ্রের জলে, — ঘোড়া নিয়ে গেছ তুমি ধূম্র নারীর দেশে
অর্জুনের মতো, আহা,—আরো দূর ম্লাননীল রূপের কুয়াশা[৪১ক]

খ. ঘাসের সবুজ শীষে অরণ্যের রঙ জেগে আছে।...
মূসা কালীমের মতো সহযাত্রী, বন্ধু খিজিরের,
চলে অবিশ্রান্ত গতি জীবনের পূর্ণতার টানে;[খ]

জীবনানন্দ দাশ ও ফররুখ আহমদ —দুজন কবিই বাংলাদেশের ঐতিহ্য. সম্পৃক্ত রূপ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু নিজস্ব ঐতিহ্যে। ফররুখ আহমদের যেমন হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা নেই, জীবনানন্দ দাশেরও তেমনি। "ঝরা-পালক" -এর 'মিস্‌র', 'পিরামিড' প্রভৃতি কবিতায় তিনি মুসলিম ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। 'হিন্দু-মুসলমান' কবিতায় তিনি লিখেছেন — হে ভারত ভূমি নহে ক'তোমার, নহে সে আমার একা/ হেথায় পড়েছে হিন্দুর ছাপ, —মুসলমানের রেখা...।[৪২] সে যা হোক, মুসলিম ঐতিহ্যের আলোকে ফররুখ আহমদ বাংলাদেশকে দেখেছেন। বাংলার নদী, মাঠ, ঋতু, ইতিহাসকে তিনি উপেক্ষা করেন নি।

মুসলিম লোকজীবন ফররুখ আহমদের কবিতায় নতুনত্ব পেয়েছে। মুসলিম লোকজীবনের ওলা বিবি বিষ্ণু দের কবিতায় স্থান পেয়েছে। মুহম্মদ আবদুল হাই বলেছেন— গ্রাম বাংলায় আমাদের শৈশব কাল কেটেছে 'শহীদে কারবালা', 'জঙ্গনামা', 'ছহিবড় জঙ্গনামা', 'হানিফার লড়াই' ইত্যাদি পুঁথি সাহিত্যের সুরের মাদকতা ও ইন্দ্রজালের মধ্যে। মুহর্‌রম মাস প্রতি বছর ঘুরে ঘুরে আসে। গ্রাম বাংলায় সেকালের মতো এত ব্যাপকভাবে না হলেও অন্তত মুহর্‌রম মাসে এখনও তেমনি পুঁথি পড়া হয়।[৪৩] এই পুঁথি সাহিত্যে ফররুখ আহমদের কবিতায় এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে সংযোজিত। লোকজীবন, লোককাহিনী, লোকগাঁথা, লোকঐতিহ্য ফররুখ আহমদের কবিতাকে গণমুখী করেছে, গণ-চিত্তকে রূপেরসে পরিপূর্ণ করেছে। তিনি তাঁর 'লোকসাহিত্যের নায়িকা' শীর্ষক কবিতায় লিখেছেন — 'যুগ যুগান্তর ধরে এ কাহিনী বাসা বেঁধে আছে/

রূপে রসে পরিপূর্ণ গণ-চিত্তে এ পাক বাংলার' —অর্থাৎ বাংলাদেশের গণচিত্তে লোককাহিনীর বা লোকগাঁথার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন — লোককাহিনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় যতই ঘনিষ্ট হবে, সাংস্কৃতিক পটভূমি হবে ততই প্রসারিত।[৪৪] এ কথা শুধু লোককাহিনীই নয়, লোকজীবনের যে কোন প্রসঙ্গেই বলা চলে। ফররুখ আহমদ লোকজীবনকে ভালো বেসেছিলেন, তাঁর কাব্যসাধনার প্রাক্কালে নাবিকচিত্ততা এবং সে চিত্তের বাণিজ্য বুদ্ধি তাঁকে লোকজীবন থেকে দূরে সরিয়ে নিলেও 'মুহূর্তের কবিতা'র অনেক কবিতায় তিনি লোক জীবনকে মূল্য দিয়েছেন বেশি। শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে লোকসাহিত্যের কুড়েঘর তোলবার জন্যে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জোর দিয়েছিলেন। ফররুখ আহমদের কবিতায়ও শহুরে জীবন মূল্য পায় নি। শহুরে জীবনের ক্লেদাক্ততা তাঁর কবিতায় কদাচিৎ মাথা চাড়া দিয়েছে —

ওখানে শহর যেন লাস্যময়ী তরুণী গণিকা
ভাগ্যবান অতিথিকে প্রতিক্ষণে জানায় আহ্বান,
অর্ধাবৃত্ত তনু হতে ওঠে যার যৌবনের গান
দিনে সে উদ্ধত আর সন্ধ্যার উদগ্র সাহসিকা!
অজস্র ভোগের রাজ্যে জ্বলে তার বাসনায় শিখা
(জাগায় ধমণী প্রান্তে উল্লাসের প্রমত্ত তুফান)!
নির্লজ্জ, লালসাতুর জাগে তার অপাঙ্গে অম্লান
সুতীব্র-সম্ভোগ-লিপ্সা; প্রতি অঙ্গে যৌবন লিপিকা।

[মুক/৯০]

কিন্তু এ শহর তাঁর কবিতার মূল প্রেরণা নয়। তাঁর মূল প্রেরণা লোকজীবন—দীওয়ানা মদিনা, সাম্পান মাঝি, ব্যাঙ্গমা, দৈত্য, রূপার কাঠি, সোনার কাঠি, জঙ্গনামা, আমীর হামজা, শহীদে কারবালা, তাজকেরাতুল আউলিয়া, কাসাসুল আম্বিয়া, আলিফ লায়লা, সোনাভান, পুঁথির নায়িকারা, বকাওলি প্রভৃতি। আমরা তাঁর কবিতা থেকে লোকজীবন-বিষয়ক পংক্তিমালা উদ্ধার করছি :

১. যখন হিমেল হাওয়া আনে বয়ে স্বপ্ন কুয়াশার
পুঁথির জগতে ঘোরে বনান্বেষী কৃষাণের প্রাণ,
দূর সফরের পথে যেন সে নাবিক ভ্রাম্যমাণ
জৈগুন, সমর্তভান, সোনাভান, আমীর হামজার
কাহিনীতে পার খুঁজে রহস্যের নিরুদ্ধ দুয়ার,

হাতেম তায়ীর সাথে হাম্মামের করে সে সন্ধান,
তাহ্‌মিনা, শাহেরজাদী জাগে তার সম্মুখে অম্লান
পুঁথির আসরে ফের নামে রাত্রি আলিফলায়লার।

[মুক/৫৮]

২. তোমরা এনেছো জোছনা ভেজানো স্বপ্ন সবুজ শাখে,
গভীর রাত্রের গূঢ় মোরাকাবা বন-ডাহুকের ডাকে,
কোথা নলবনে চৌচির হয়ে বাঁশী যেতে চায় ফেটে
কোথা জোলায়খা দেখায় মাশুক চাপার আঙুল ফেটে,
কোথা মজনুর বিরহী হৃদয়ে আকাশের নীরবতা
কোন ঝরোকায় শাহেরজাদীর ঘুমভাঙ্গা রূপকথা,
নিশীথ রাতের ঘনায়িত ব্যথা কোথা লাইলির প্রাণে,
মৌসুমী হাওয়া ব'লে গেছে বুঝি তোমাদের কানে কানে!

[শ্রেক/১৫৯]

৩. সে কাহিনী, সে গীতিকা, পরিচিত, সহজ সরল
বন বেতসের ছায় জেগে আছে শিশির সজল
ললিত মাটির রসে গাথা, গান এ পাক বাঙলার
মাটির, মাঠের সুর নিয়ে প্রাণে আজো জেগে আছে
কলমিলতার মত এ গীতিকা ফুল ভারানত
সময়ের পরিমাপে দিন যার হয় নি বিগত
অফুরন্ত আবেদন দেখি তার হৃদয়ের কাছে।
আজো সে জুড়ায় প্রাণ তাপদগ্ধ, বেদনা, বিক্ষত
যখন চৈতালি সন্ধ্যায় আনে ক্লান্তি পাতা ঝরা গাছে।

[মুক/২৯]

৪. পুঁথি পড়া শেষ হ'ল চাঁদ ডুবে গিয়েছে যখন
দরগাতলার বনে (আউলি যার মাজার যেখানে),
পুরের হাওয়ার স্বর কারবালার স্মৃতি বয়ে আনে
দূরে বয়ে যায় নদী মধুমতী স্বপ্নের মতন...

[মুক/৩০]

৫. সাত রঙে যে বাদল ধনু জাগে
তাদের পালক, পাতায় সে রঙ জমা,
বিজন মাঠে অবাক হ'ল দেখে
বিজ্ঞপাখী ব্যঙ্গমী, ব্যঙ্গমা।'

[হাতা/২৩১]

৬. সাম্পান মাঝির গান ভেসে আসে কর্ণফুলী তীরে
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম পাখা মেলে রাত্রির হাওয়ায়,...
সাম্পান মাঝির সুর পৃথিবীর কোলে আসে ফিরে
ঝড়-শ্রান্ত কণ্ঠে তার শতাব্দীর উত্তরাধিকার
সময়ের খরস্রোতে জাগে ফের দীপ্ত মহিমায়,

[মুক/৭৮]

ফররুখ আহমদ প্রেমের কবিতাও লিখেছেন। তিনি তাঁর প্রেমের কবিতার পাণ্ডুলিপি "দিলরুবা"র পঞ্চাশটি 'সনেট সিকোয়েন্সে' প্রেমভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন। "দিলরুবা"-র উৎসর্গ পত্র — 'অজানিতার প্রতি'। এ অজানিতা কে বা কারা সে সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট তথ্য নেই। "দিলরুবা" ছাড়াও তাঁর অনেক কবিতায় প্রেম- ভাবনাকে মূর্ত করেছেন তিনি। আরব-মুখী কবি ফররুখ আহমদের কবিতায় প্রেমভাবনা কখনো ধর্মীয় আবরণে আবদ্ধ থাকেনি। আর আরবী প্রেমের কবিতাও অতি প্রাচীন। জনৈক সমালোচক বলেছেন —আরবী সাহিত্যে প্রেমের কবিতার ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। মরুচারী আরব বেদুইনের জীবনে প্রেম ছিল অন্যতম অবলম্বন ও অভিজ্ঞতা, যাকে আঁকড়ে ধরে অনিশ্চিত স্বল্পস্থায়ী জীবনের সে এক নিশ্চিত অর্থ খুঁজতে চাইত, যার আস্বাদে তার দরিদ্র জীবন ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠত।[৪৫] কাজেই আরবী সাহিত্যেও প্রেমের কবিতার মূল্যবান স্থান ছিলো। প্রসঙ্গত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-অনূদিত আরবী কবি আব্দল সলিম বিন রাগোয়ান-এর 'সাকীর প্রতি', সিরাজ অল্-ওয়ারফ-এর 'মুখর ও মৌন,' যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অনূদিত আরবী কবিতা 'একক শয়নে' স্মরণ করা যেতে পারে। প্রেমভাবনায় তিনি অনুদার নন। তাঁর কবিতায় 'উরু' [ফর/ ১৮৩] শব্দের ব্যবহার, নগ্ননারী রূপের বর্ণনা কবির দৃষ্টিতে উপস্থাপিত। ধর্মীয় সেন্টিমেন্ট তাঁর প্রেমের কবিতাকে আড়ষ্ট করে নি। "হাতেম তায়ী"-তে তিনি নারীর নগ্ন রূপের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে —

১.   তারপর দেখিল সে অপরূপ হাসিন সুরাত
উঠে এল এক নারী ... নগ্নতনু সেই আওড়াত।
নির্লজ্জ সে সাহসিকা হাত ধরে হাতেম তায়ীর
দীঘির পানিতে নেমে ডুব দিল চঞ্চল অধীর,
[হাতা/৫১]

২.   আচনিতে এক নারী উঠে এল নগ্ন, অপরূপ,
আমার সত্তার মাঝে জ্বালালো সে কামনার ধূপ,
তারপর নিয়ে তালাবের নীচে এক দেশে
যেখানে দিনের ছবি কথা কয় রাতে ভালবেসে।
মাহ্‌তাব–সুরাত নারী সেই দলে...ধরে তার হাত
নির্বাসিত হয়েছি এ মরুমাঠে; পুড়েছে বরাত।

একবার দেখেছি যে পরী-মূর্তি, আর একবার
দেখে যেতে চাই তাকে এ জীবনে শান্তি ও তৃষ্ণার।
[হাতা/৫৪]

এখানে ফররুখ আহমদের নারীর নগ্নরূপের প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিজয়িনী'র সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। প্রেম ফররুখ আহমদের কাছে কখনো স্মৃতির সঞ্চয়, কখনো বিরহের আলোকে উজ্জ্বল, কখনো-বা স্বপ্ন। ''সিরাজাম মুনীরা"র 'প্রেমপন্থী' কবিতায় তিনি বলেছেন — সৃষ্টির প্রথম কথা — শুধু প্রেম, শুধু ভালোবাসা। উক্ত গ্রন্থের 'অশ্রু বিন্দু' কবিতায়ও তিনি প্রেম ভাবনার কথা বলেছেন। তিনি অজানিতার উদ্দেশ্যে বলেছেন — 'তোমার অশ্রুর বুকে সংগোপনে সৌর জগতের/ সকল ঐশ্বর্য, স্বপ্ন, সব আলো, সব অন্ধকার। তোমার চিত্তের পথে যে তৃষিত — প্রদোষ লোকের। মানিয়া অশ্রুর সংজ্ঞা রক্ত পূর্বাশার খোলে দ্বার।' আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতার 'প্রেম' ও সত্তা', 'যে নামে ডেকেছি আমি' 'প্রতীক', '৬ই আশ্বিন' প্রভৃতি কবিতায় তিনি প্রেমকে মূল্য দিয়েছেন। আমরা তাঁর কবিতা থেকে প্রেমবিষয়ক কিছু পংক্তি তুলে ধরছি:

১.   কৃষ্ণচূড়ার ফুল ধরেছিল একদিন তুমি জানো
সবুজ প্লাবণে অগ্নিশিখার দোলা
সেদিন মোর কাছাকাছি থেকে কতবার পথ ভোলা
ভরা মুকুলের দিনে ঝরে যেতে দেখে বিস্ময় মানো।
[ফর/১/১৩৪]

২. টুকরো কাগজ উড়লো আকাশে পৃথিবীর জঞ্জাল,
এইটুকু লেখা, তোমার খবর পাইনি অনেক কাল।
চেয়ে দেখি লাখো টুকরো উড়ে
দিনরাত্রির শুকনো ঝড়ে।
রস–বঞ্চিত তনুমনে তবু বদলার দেখি চাল,
সংবাদ চাই, 'তোমার খবর পাইনি অনেক কাল'
[ঐ/১৪৮]

৩. শুনেছিলাম স্বপ্ন ঘোরে তোমার নাম,
ছুঁয়েছিলাম কেশর বাঁশি অনেক দাম।
হাজার রাতের কথায় তোমার জেগেছে ভয়,
তোমায় হারাই। চিত্ত আমার শংকাময়।
[ফর/১/১৪৯]

৪. যখন দু'খানা ট্রেন মুখোমুখি হতে না হতেই
নিমেষে বিদুৎ বেগে ছুটে যায় যে যার নিজের
পথে, তখনি তোমাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে ফের
অনেক অস্পষ্ট ছায়া মুখচ্ছবি — তবু রেখা নেই।
সমান্তরাল রেলে পাশাপাশি সে এক মাঠেই
কখন হ'ল যে দেখা (যে হিসাব সন তারিখের
কি লাভ সেদিনটাকে টেনে এনে) তবু সময়ের
জের টেনে চলি, যাকে ভোলা যেতো অতি সহজেই।
[মুক/২১]

ফররুখ আহমদের কবিতায় পরাবাস্তব চিন্তার প্রকাশ লক্ষ করা যায়। অবচেতনা, স্বপ্ন, মনঃসমীক্ষণ, যে সমীক্ষণ প্রথাসিদ্ধ কর্তৃত্বের[৪৬] বিলুপ্তি ঘটায় — এ ধরনের চিন্তাও ফররুখ আহমদের কবিতায় পাওয়া যাবে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি"-র 'ডাহুক' কবিতাতেই অবচেতনার কথা বলেছেন, স্বপ্ন ভাবনার কথা বলেছেন, মনঃসমীক্ষণের কথা বলেছেন। স্বপ্ন যে পলায়ন নয়, জীবন থেকে পলায়ন নয়, একথা তিনি জোর দিয়েই বলেছেন। তিনি তাঁর স্বপ্নে ও বাস্তবে ঘেরা কাহিনী 'হাতেম তায়ী'-তে বলেছেন :

১. কর্মের প্রহর শুধু অফুরন্ত আলস্য–বিলা সে
পলায়নী বৃত্তি নিয়ে; কিংবা যারা হয় পলাতক

মরে তারা অসম্পূর্ণ প্রাণে।

[হাতা/১১-১২]

২.　দায়িত্ব ছেড়ে তুমি পলাতক হে লালসাগত প্রাণ
এই পলায়নী বৃত্তি তোমার মানুষের অপমান।

[হাতা/২৭৪]

৩.　পৃথিবীর প্রয়োজন করিনি কখনো অস্বীকার,
তবু মনে রেখো তুমি পলায়নী মনোবৃত্তি নয়,
যে পারে সহজে নিতে আনন্দের রক্তিম সঞ্চয়
সংগ্রামের পথ রুদ্ধ কোনদিন হয় না তো তার।

[মুক/১২]

তবে এসব উক্তির স্ববিরোধ যে তাঁর কবিতায় নেই, এমনটি নয়। ধরা যাক তায় 'হীরার কুচির মত' কবিতায় তিনি পলায়নকেই বড় করে দেখেছেন — 'দেখেছি বিপুল সৃষ্টি এই তীব্র বেদনা প্রবাহে/ নিজেকে হারায়ে ফেলে মুক্তি চায় বিপুল আগ্রহে/ হীরার কুচির মত নীহারিকা হতে দূর গ্রহে/ ঐ দূর গ্রহে যে জীবনের জীবন নেই' — এ যে জীবন পলায়ন, এমন কথা বলা যায়। কিন্তু তিনি জীবনের স্বপ্ন চেয়েছেন — অবসন্ন বসুন্ধরা খোলে কর্মজগতের খিল। বিস্বাদ প্রভাতে।/ রাতে/ স্বপ্ন নাই।/ অপঘাত, অপমৃত্যু, এরি মাঝে স্বপ্ন সাধ খুঁজিয়া বেড়াই,/ হায়।... জীবনের স্বপ্ন চাই। স্বপ্ন-প্রীতি ফররুখ আহমদের মজ্জাগত। তাঁর একটি কাব্যের নাম "হে বন্য স্বপ্নেরা"। স্বপ্নেও তিনি মানুষের 'লক্ষ অভিনয়' দেখেছেন অর্থাৎ স্বপ্নেও তিনি মানুষকে ভোলেন নি। তাঁর অবচেতন মনেও স্থান লাভ করেছে মানুষ। তাঁর মনঃসমীক্ষণ মানুষের উপস্থিতিতেই ধন্য। তবে সেখানে প্রকৃতি আসেনি এমন নয়। তিনি লিখেছেন —

স্বপ্নলোকে ফিরে যাই পরিচিত পৃথিবীর বুকে
যবের সবুজ মাঠে, কখনো বা বন্ধুর মজ্‌লিসে,
কখনো সুঠাম তনু প্রিয়ার বাজুতে! হাস্যোজ্জ্বল
দেখি মূর্তি কারো আমি অকুণ্ঠিত, দেখি আমি কারো
অভিমান! কথা কয় কেউ এসে, নিষেধ জানায়
যেতে কেউ দূরান্তরে! শিশু কণ্ঠে আধো আধো বোল
শুনি চির পরিচিত জীবনের শান্ত পরিবেশে;

প্রিয় বাহু-ডোরে পাই শান্তি জান্নাতের। মানুষের

লক্ষ অভিনব দেখি ঘুম ঘোরে, আর পৃথিবীতে
দেখেছি সৌন্দর্য যত ... ফুল পাখী, অরণ্য, প্রান্তর,
শিশির, সমুদ্র, নদী দেখি স্বপ্নলোকে।

[হাতা/১২২]

এ উক্তি শুধু হাতেম তা'য়ীর প্রতি পিঞ্জরের অন্ধ কয়েদীরই নয়, ফররুখ আহমদেরও। 'সাত সাগরের মাঝি'-র 'আকাশ-নাবিক', 'ঝরোকা'য়, 'এইসব রাত্রি', 'সিরাজাম মুনীরা'র 'মন', 'হে বন্য স্বপ্নেরা'-র 'ঝিল্লী', 'হে বন্য স্বপ্নেরা', 'স্বপ্ন আমার' 'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র 'সুর', 'সংগতি', 'অপসৃতা', 'ঘুম', প্রভৃতি কবিতায় ফররুখ আহমদের অবচেতনা-বিষয়ক চিন্তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিনি যথার্থই লিখেছেন —

তমিস্রা পাথর পটে কক্ষচ্যুত অজানা বন্দরে
সেই নদী, সেই তারা লুপ্ত মোর মননের মত
নিঃশব্দে বাহিয়া চলে আয়োজন করি অবিরত
দিন ও নদীর শেষে অবচেতনায়;

[শ্রেক/৮৯]

ফররুখ আহমদের কবিতায় বিজ্ঞানভাবনাও স্থান পেয়েছে। তবে তা বিষ্ণু দে বা অমিয় চক্রবর্তীর মতো প্রখর নয়। তিনি ইকবালের কবিতা অনুবাদ করেছিলেন। ইকবালের 'আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন' কবিতায় সৃষ্টির প্রথম দিনের কথা আছে। ফররুখ আহমদের অনুবাদেও সৃষ্টির প্রথম দিনের কথা পাওয়া যায়। ফররুখ আহমদের অনুবাদ —
'রোজ-ই আজল' থেকে প্রতি বীণাতন্ত্রী তব অহর্নিশ ক্রন্দন মুখর[৪৭]—
এখানে 'রোজ-ই-আজল' অর্থ সৃষ্টির প্রথমদিন — যা বিজ্ঞানভাবনাকে প্রশ্রয় দেয়। তবে ফররুখ আহমদ শুধু অনূদিত কবিতাতেই নয়, নিজের মৌলিক কবিতায়ও বিজ্ঞানভাবনাকে তুলে ধরেছেন। যেমন- যে নিকষ মৃত্যু--ঘুম অরণ্য-সবুজ-রসায়ন/গতির সম্পূর্ণ উৎস মুক্ত করে পাখীর ডানায়; কালপুরুষের পথ দুর্গম বন্ধুর/ অগ্নি ও অংগার ঘেরা; আমঞ্জুল শুনি আমি প্রত্যেক অনু'তে/ প্রতি পরমাণু মাঝে করি অনুভব; অসংখ্য সিতারা আর উল্কাপিণ্ড মরে পথ খুঁজে, সামান্য অণু কণিকারে যিনি দিলেন সহজে নর আকার; সোনায় সোনায় ঢাকা সে দেশের মাটির প্রতিটি অণু; কক্ষচ্যুত উল্কা এক ছুটে চলে যেমন আধারে, প্রতি ধূলিকণা থেকে অন্তহীন সম্ভাবনায়/ নীহারিকালোকে, সামান্য ভ্রূণের চোখে এনে দেয়। যে সহজে চেনার আলোক, প্রভৃতি।

ফররুখ আহমেদ কাল বা সময় সচেতন কবি। 'শেষ কথা' কবিতায় তিনি প্রশ্ন করেছেন– কে পেয়েছে সংজ্ঞা সময়ের? তাঁর মতে সময়ের সংজ্ঞা কেউ না পেলেও 'গোধূলী সন্ধ্যার সুর' কবিতার কালকে অন্তহীন ভেবেছেন —'জেগে আছে নির্ণিমেষ শুধু এক অন্তহীন কাল। "হে বন্য স্বপ্নেরা"-র 'শ্রান্ত', "ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা''র 'পদ্মা–৬', 'বৈশাখ', "মুহূর্তের কবিতা'র 'হাতঘড়ি-এক', 'হাতঘড়ি-দুই', 'মুহূর্তের কবিতা', মুহূর্তের গান', 'দুর্লভ মুহূর্ত', 'নাস্তিকের প্রার্থনা', প্রভৃতি কবিতায় তিনি কাল বা সময় ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন।

মৃত্যু-চেতনাও ফররুখ আহমদের কবিতায় পাওয়া যাবে। 'মৃত্যুই জীবনের একমাত্র সৌন্দর্য।' — তাঁর কবিতায় মৃত্যু সম্পর্কে এ বোধই কাজ করে। তাঁর কথা 'মৃত্যুর তুহিন স্পর্শে খোঁজে মুক্ত প্রাণের খবর।' কিংবা—

মৃত্যু তবু মৃত্যু নয়! নিল যারা শহীদী শপথ,
মৃত্যু বিভীষিকা মাঝে পেল যারা প্রাণের সঞ্চয়,
মৃত্যুর পরিখা প্রান্তে ওঠে আজ তাহাদেরই জয়;
অমর্ত্য মহিমা–দীপ্ত প্রোজ্জ্বল প্রাণের শাহাদত;
ক্ষুদ্র পরিধির বুকে আনে নিত্য নূতন বিস্ময়
মরণের অন্ধকারে করে মুক্ত জীবনের পথ।।

[মুক/৭৩]

— "হে বন্য স্বপ্নেরা"-র 'সংগতি', "শ্রেষ্ঠ কবিতা"-র 'সন্ধ্যা', 'মুহূর্তের কবিতা"-র 'শহীদ স্মরণে', প্রভৃতি কবিতায় মৃত্যুভাবনার পরিচয় আছে।

ফররুখ আহমদ মুসলিম ঐতিহ্যের কবি। মুসলিম ঐতিহ্য এত ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের তিরিশোত্তর ধারার কোনো কবি ব্যবহার করেন নি। নজরুলের পরে একমাত্র ফররুখ আহমদই এ পথে একক ও অনন্য। ফররুখ আহমদ যে মুসলিম ঐতিহ্যের কবি এ ব্যাপারে বিস্তর আলোচনা আমাদের দেশে হয়েছে। তাঁর জীবন কালেই তাঁকে নিয়ে একক গ্রন্থও রচিত হয়েছে;[৪৮] যা জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-র ভাগ্যেও জোটে নি। তাঁকে নিয়ে আমাদের কবি-সাহিত্যিক–সমালোচকেরা অনেক প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন — যার অতি মূল্যবান তালিকা আমাদের দিয়েছেন মোহাম্মদ

মাহফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ;[৪৯] কিন্তু এতো কিছু করেও ফররুখ আহমদকে 'রূপকথার শেয়ালের মতো' মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, এটা আমাদের বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যের সবচেয়ে করুণতম এবং লজ্জাজনক অধ্যায়। সে যা হোক, "সাত সাগরের মাঝি'র 'সিন্দাবাদ', 'শাহরিয়ার', "সিরাজাম মুনীরা"-র 'সিরাজাম মুনীরা, আবুবকর সিদ্দিক, 'উমর-দারাজ দিল', 'ওসমান গণি', 'আলী হায়দার', 'শহীদে কারবালা', 'গাওসুল আজম', 'সুলতানুল হিন্দ', 'খা জা নক্‌শবন্দ', 'মুজাদ্দিন আলফেশানী', "হে বন্য স্বপ্নেরা"-র 'শাহরিয়ার', 'হারুণার রশিদ', "হাতেম তা'য়ী", "নৌফেল ও হাতেম", "মুহূর্তের কবিতা"-র 'ফেরদৌসী', 'রুমী', 'জামী', 'সাদী', 'হাফিজ', 'জালালী কবুতর', 'চিরাগী পাহাড়' প্রভৃতি কবিতায় যে ঐতিহ্য ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন, তা ফররুখ আহমদকে বাঙালি মুসলমানদের কাছে এবং উদার অমুসলমানদের কাছে অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখবে। জনৈক সমালোচক বলেছেন — '... There is of course another group of myths which have nothing to do with beliefs. Of them the major tales are the well-known stories of Hatem Tai, Sohrab and Rustum, Laila-Mojnu, Shiri-Farhad, Sindban and Yusuf-Zulaikha. There are other unexplored tales in the Shah Nama of Firdausi and in the lives and actions of muslim saints which may also be utilised for the 'effective'. 'guiding' [৫০] 'cathartic and deterrent' and 'educative', ' function' .[৫০] এসব কিছুই ফররুখ আহমদের কবিতায় পাওয়া যাবে। মুসলিম ঐতিহ্য নজরুলের পরে তাঁর কবিতায়ই বেশি এসেছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি যে হিন্দু ঐতিহ্যকে কবিতায় স্থান দেন নি এমনটি নয়। তাঁর কবিতা থেকে হিন্দু ঐতিহ্যের একটি পরিচয় তুলে ধরা যাবে :

১. গোয়ালে আনিবে শান্তি এই কথা বলে ঘটোৎকচ...।[৫১]

২. চাঁদের জেওর পরি সাজিয়াছে সুন্দরী উর্বশী[৫২]

৩. অচল স্থাণুর বুকে গতিমান জীবনের গান[৫৩]

৪. জড়তা, স্থাণুত্ব ভুলে হয় যেন আদম সন্তান[৫৪]

এখানে ঘটোৎকচ, উর্বশী, স্থাণু, স্থাণুত্ব শব্দগুলো হিন্দু ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেক সময় ব্যঙ্গের ছলে হলেও হিন্দু ঐতিহ্যকে

তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া, তাঁর ব্যঙ্গ কবিতায় 'শিখণ্ডীর প্রতি', 'প্রেমানন্দ গোস্বামী', 'ধ্যানী প্রেমানন্দ সমীপে', 'নিরপেক্ষ প্রেমানন্দ সমীপে', 'হরিদাসের আক্ষেপ' প্রভৃতি কবিতায় হিন্দু-প্রসঙ্গ উপেক্ষিত হয় নি। বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখের কবিতায় হিন্দু ঐতিহ্য যেমন বেশি, মুসলিম ঐতিহ্য কম, তেমনি ফররুখ আহমদের কবিতায় ঠিক তার উল্টোটা অর্থাৎ ফররুখ আহমদের কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য বেশি, হিন্দু ঐতিহ্য কম। তবে ঐতিহ্য চিন্তায় যে তিনি এক চোখা নন, ব্যঙ্গ কবিতাগুলোর কথা মনে রেখেও এমন কথা বলা যেতে পারে। মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যবহারে বিষ্ণু দে অনুদার ছিলেন না; একটি উদাহরণ —

১. ভারতের নরম পলিতে হারুণ আল্ রশিদও স্বপ্ন—
এখানে কিছুই নেই সামন্তবিলাস শুধু ধোঁয়া
আবু হোসেনের স্বপ্ন এখানে কাহিনী শুধু ফাঁকি...[৫৫]

২. কুবলাই খানের সোনা প্রসাদের তক্তের সিঁড়িতে[৫৬]

অনেক সময় বিষ্ণু দে হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্য এক সঙ্গে, কিংবা পাশাপাশি ব্যবহার করেছেন। যেমন-

১. বঙ্কিম মুখুজ্জে বা হীরেন বাবুর ঝড়ে,
বা আলি আকবরের বা নিখিলের যন্ত্রের নির্ঝরে....[৫৭]

২. তবুও ভরে না চিত্ত, রথযাত্রা লোকারণ্য ঘুরে
মেলায় মেলায় ঈদ মুবারকে জনসাধারণে
গায়ে গায়ে কোলাহলে ঈদগায় মন্দিরে প্রাঙ্গণে...
দেউলে মসজিদে ঘুরি, মেলে নাকো পরশ পাথর।[৫৮]

ফররুখ আহমদের কবিতায়ও হিন্দু-মুসলিম ঐতিহ্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে এ ধরনের প্রয়োগ নজরুলের মতো বিস্তর পরিমাণে ফররুখ আহমদে নেই। আমরা ফররুখ আহমদ থেকে উদাহরণ দিচ্ছি :

১. দুরন্ত ঝড়ের বেগে অচল স্থাণুর বুকে ওঠে জেগে উদ্দাম বিপ্লব,
সুখ-বিলাসীর স্বপ্ন ভেঙে যায়, ভেঙে যায় কারুণের সঞ্চিত মৌচাক[৫৯]

২. স্থবির, স্থাণুর বুকে জনপদে সে স্বপ্ন-সঞ্চার
সঙ্কীর্ণ আবদ্ধ গণ্ডী ভেঙে দিল মুক্ত উদারতা;
(শিল্পী ফরহাদের মতো দিল খুলে শিঁরির দুয়ার)।[৬০]

৩. পাই নি আমি মনের ধরায় কোন জনা শেখ — কে ব্রাহ্মণ।।[৬১]

শেষোক্ত উদাহরণটি ইকবাল থেকে অনূদিত। ফররুখ আহমদ যেমন ইকবালের ভক্ত ছিলেন, যেমন ছিলেন নজরুলের, তিমনি রবীন্দ্রনাথের। তিনি ইকবালকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন[৬২]। তাঁর প্রথম গ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" ইকবালের নামে উৎসর্গ করেছেন, ইকবালকে নিয়ে প্রবন্ধও লিখেছেন।[৬৩] তিনি নজরুলকে নিয়েও কবিতা লিখেছেন,[৬৪] প্রবন্ধ লিখেছেন।[৬৫] নজরুল বা ইকবালকে নিয়ে ফররুখ আহমদ লিখেছেন, তাঁরা মুসলমান বলে নয়, কবি বলে। কারণ তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়েও কবিতা লিখেছেন।[৬৬] আমরা ফররুখ আহমদ -এর 'রবীন্দ্র-স্মরণে-২' কবিতা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

মাধবী বিতান আর ফাল্গুনের দুরন্ত ভাবনা
বারবার হানা দিয়ে বারবার গুটায় সে ডানা,
বিষণ্ণ মুহূর্ত মাঝে ভেসে আসে সুরের মূর্ছনা
বাঁশীর প্রভাতী সুরে ক্লান্ত মন নাই শোনে মানা;
বৈশাখের দ্বার প্রান্তে উদাসী পথিক অন্যমনা
শ্মশান, সমাধি মাঝে শোনে পূর্ণ আনন্দ সাহানা।।
[শ্রেক/১৩৮]

এখানে শ্মশান-সমাধি এক হয়ে গেছে। এখানে মুসলমান কবি ফররুখ আহমদ নয়, শুধু কবি ফররুখ আহমদের দৃষ্টি জয়ী হয়েছে। ফররুখ আহমদ "হাতেম তা'য়ী" লিখেছেন — হাতেম তা'য়ী মুসলমান ছিলেন না। নজরুলের কবিতায় হাতেম তাই আছে, বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়ও 'হাতেম'কে পাওয়া যায়।[৬৭] সৈয়দ হামজার 'হাতেম তা'য়ী' পুঁথিই ফররুখ আহমদের অবলম্বন ছিলো। সৈয়দ হামজা বলেছেন যে, হাতেম তা'য়ী মুসলমান হলে নবীর আসন পেতেন।[৬৮] সে যা হোক, ফররুখ আহমদ যে শুধু মুসলিম ঐতিহ্যের কবি ছিলেন না, তিনি যে তাঁর কবিদৃষ্টিতে অমুসলিম প্রসঙ্গকেও অবজ্ঞা করেন নি, এমন কথা বলা যেতে পারে। তবে মুসলিম প্রসঙ্গে তিনি যেমন স্বচ্ছন্দ ছিলেন, অমুসলিম প্রসঙ্গে তেমন নয়। ফররুখ আহমদ 'আলবাট্রস'কে নিয়ে কবিতা লিখেছেন (শিশু কিশোর কবিতা), বোদলেয়ারও আলবাট্রাসকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন —

Souvent, pour s'amuser, les hommes d'equipage
Prennent des albatros, Vastes oiseaux des mers,
[— Often the idle mariners at sea
Catch albatrosses, vast birds of the deep,..][৬৯]

মূর -এর 'ইউটোপিয়া' আছে, বিষ্ণু দে-ও তাঁর কবিতায় 'ইউটোপিয়া' প্রসঙ্গ এনেছেন, ফররুখ আহমদও তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন — 'ইউটোপিয়া' নামে। তবে ইরান-আরবমুখিতা ফররুখ আহমদের যেমন প্রিয় প্রসঙ্গ, ইংরেজি-সাহিত্য কিংবা ফরাসি সাহিত্য তেমন নয়। তবে যে তিনি ফরাসি না হোক ইংরেজি সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন কখনো-সখনো — এমন ধারণা অসঙ্গত নয়।

তথ্যনির্দেশ

১. *কবি ফররুখ আহমদ*, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১০০-১০৪; প্রসঙ্গত দ্র. শেলীর To a Skylark, The Norton Anthlology of Enghish Literature, Vol - 2, Pp. 448-451, ওয়ার্ডস ওয়ার্থের *TO A SKY-LARK*, The Poetical Works of Wordsworth, Frederick Warne and Co, London & New york, p. 80.

২. *সহিত্য ও সাহিত্যিক*, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, মুক্তধারা, ১৯৭৮, পৃ. ১৭৫

৩. ঐ, পৃ. ১৮২

৪. ঐ, পৃ. ১৮১

৫. *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ১৪৪

৬. *ফররুখ রচনাবলী* [প্রথম খণ্ড] পৃ. ১৬১

৭. ঐ, পৃ. ১৬৯

৮. *মুহূর্তের কবিতা*, ফররুখ আহমদ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত, বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৯২

৯. *ফররুখ রচনাবলী* [প্রথম খণ্ড], পৃ. ১৫৬

১০. *হাতের তা'য়ী*, ফররুখ আহমদ, পৃ. ৩৫

১১. *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ৮৪-৮৫

১২. 'একজন ইংরেজ লেখক যেমন কীয়েরকেগার্দ সম্বন্ধে বলেছেন — His philosophy always arises in an ethico-religious context, as part of his attempt to solve what he took to be the question of questions— how can I become a Christian? কেমন করে প্রকৃত খ্রীস্টান হবো যেমন কীয়েরকেগার্দ-এর প্রশ্ন ছিলো, তেমনি কেমন করে খাঁটি

মুসলমান হবো প্রশ্ন ছিলো ফররুখ আহমদের।'–ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও আহসান হাবীব, হোসেন উদ্দীন হোসেন, *উত্তরাধিকার,* সম্পাদক: আশরাফ সিদ্দিকী, এপ্রিল–মে, ১৯৮০, পৃ. ১২৯

১৩. *ফররুখ রচনাবলী* [প্রথম খণ্ড], পৃ. ৩৭০

১৪. গ্রীক পুরাণের একজন রাজা। 'আমি যা স্পর্শ করবো, তা যেন সঙ্গে সঙ্গে সোনা হয়ে যায়— সে সুরা দেবতা ডায়োনিসাসের কাছে এই বর চেয়ে সফলকাম হয়েছিলো। — *প্রতীচ্য পুরাণ,* ফরহাদ খান, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৭২–৭৩

১৫. *ফররুখ রচনাবলী* [প্রথম খণ্ড], পৃ. ২৮৩

১৬. ঐ, পৃ. ৩৬৪

১৭. অল্পবিস্তর রাশিয়ান লালে আমরা অনেকেই রঞ্জিত হলাম। সেটাই ছিলো সেই সময়কার নতুন হাওয়া — এই প্রগতিশীলতার জের টেনে দ্বিতীয় যুদ্ধ যখন জমে উঠছে, উদ্ভূত হলো একটি ফ্যাসি–বিরোধী লেখক সংঘ...। আমি রইলাম সংযুক্ত, যেহেতু নাৎসিদের আমি ঘৃণা করি। যতদিন যায়...ততই একটি ব্যবধান আমি অনুভব করি।... পথ ভিন্ন হয়ে গেলো। — শারদীয়, *দেশ,* ১৩৮১, পৃ. ২০–২১

১৮. শারদীয় *দেশ,* ১৩৮১, *আমাদের কবিতাভবন,* বুদ্ধদেব বসু, পৃ. ২০

১৯. *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা,* পৃ. ১২৯

২০. ঐ।

২১. As I see It : Abul Hashim, Islamic Academy, Dacca, 1965, pp. 10, 11, 19, 39.

২২. *সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ,* বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বি–প্র ১৩৮৭, পৃ. ২৬৩

২৩. ঐ, পৃ. ২৭২

২৪. ঐ, পৃ. ২৭৪

২৫. *Muslim Traditions in Bengali literature,* Syed Ali Ashraf, Islamic Foundation, Banglaedsh, 1983, p. 35

২৬. দ্রষ্টব্য — *Muslim Traditions in Bengali literature,* Ibid, p. 57

২৭. Zainul Abedin, *Art of Bangladesh,* Series 1, Bangladesh Shilpakala Academy, Dacca, 1977, Plates No. 6 - 21

২৮. *মুহূর্তের কবিতা,* ফররুক আহমদ, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত, বর্ণমিছিল, ঢাকা, প–দ্বি–স ১৯৭৮, পৃ. ২৯

২৯. একুশে ফেব্রুয়ারী, আমাদের স্বাধীনতার ভিত্তি, সৈকত আসগর, *'অন্তরে অর্নির্বাণ'*, সম্পাদনা: তোফায়েল আহমদ, গণ সংযোগ বিভাগ, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ২৪

৩০. *ফররুখ আহমদ*, সৈয়দ আবুল মকসুদ, *'বইয়ের খবর'* সম্পাদক: বিজলীপ্রভা সাহা, ৩য় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল–জুলাই, ১৯৮১, পৃ. ৪০

৩১. *নয়া সড়ক,* ১৯৪৮

৩২. *জাহানে নও,* ১৯৬২

৩৩. *পাকিস্তানী খবর,* ১৯৬৬

৩৪. *প্রেক/* ১৮২

৩৫. ক. জীবনানন্দ দাশ, সেকাল, পৃ. ১১০; খ. ফররুখ আহমদ, মূক, পৃ. ২০

৩৬. ক. জীবনানন্দ দাশ, ঐ, পৃ. ১১৩; খ. ফররুখ আহমদ, ঐ, পৃ. ২৫

৩৭. ক. জীবনানন্দ দাশ, ঐ, পৃ. ১১৫; খ. ফররুখ আহমদ, ঐ, পৃ. ৩০

৩৮. ক. জীবনানন্দ দাশ, ঐ, পৃ. ১২১; খ. ফররুখ আহমদ, ঐ, পৃ. ৪৫

৩৯. ক. জীবনানন্দ দাশ, ঐ, পৃ. ১২৪; খ. ফররুখ আহমদ, ঐ, পৃ. ৪৭

৪০. জীবনানন্দ দাশ, কাস, পৃ. ১২৬; খ ও খখ, ফররুখ আহমদ, মূক, পৃ. যথাক্রমে ৫৩ ও ৪৮

৪১. জীবনানন্দ দাশ, ঐ, পৃ, ১২৮; খ. ফররুখ আহমদ, ঐ, পৃ. ১০০

৪২. *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার,* পৃ. ৩৯৭

৪৩. *বাংলায় মর্সীয়া সাহিত্য,* ড. গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, দ্বি–স ১৯৬৯, ভূমিকা [ক] ।

৪৪. *ঢাকার লোককাহিনী,* মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বি–প্র. ১৯৮০, পৃ. [এগারো]– তে উদ্ধৃত

৪৫. *হাজার বছরের প্রেমের কবিতা,* সম্পাদনা, অবন্তী সান্যাল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ২৩

৪৬. Analysis as an instrument of enlightenment and civilisation is good, in so far as it shatters absurd conviction, acts as a solvent upon natural prejudices and undermines authority. — *Magic Mountani,* Thomas Mann, New york, 1927, p. 183

৪৭. *ইকবালের নির্বাচিত কবিতা,* ফররুখ আহমদ, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ১৯৮০, পৃ. ২

৪৮. *কবি ফররুখ আহমদ,* সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ঢাকা, ১৯৬৯

৪৯. *ফররুখ রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), ১৯৭৯, পৃ. ৩৮২–৩৮৮

৫০. *Muslim Traditions in Bengali literature*, Syed Ali Asraf, Dhaka, 1983, p. 80
৫১. *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, ১৯৭৫, পৃ. ১৩১
৫২. ঐ, পৃ. ১৪০
৫৩. ঐ, পৃ. ১১১
৫৪. *হাতেম তা'য়ী*, ফররুখ আহমদ, পৃ. ৩২৬
৫৫. *নাম রেখেছি কোমল গান্ধার*, বিষ্ণু দে, পৃ. ৪২
৫৬. ঐ,
৫৭. *ঈপাবাস্য দিবানিশা*, বিষ্ণু দে, পৃ. ৯৪
৫৮. *নাম রেখেছি কোমল গান্ধার*, পৃ. ৭৫
৫৯. *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, পৃ. ১১৬
৬০. ঐ, পৃ. ১৩৮
৬১. ঐ, পৃ. ২২৯
৬২. *ফররুখ রচনাবলী* [প্রথম খণ্ড], মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, পৃ. ২৯৫
৬৩. ঐ, পৃ. ২৭১
৬৪. *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ১৩৮
৬৫. *ফররুখ রচনাবলী* [প্রথম খণ্ড], পৃ. ২৭৯-৮০
৬৬. *ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, পৃ. ১৩৭
৬৭. *বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা. ১৯৮০, পৃ. ১২৭
৬৮. *কবি ফররুখ আহমদ*, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ. ২২২
৬৯. L' Albatros [The Albatross], *Baudelaire: Selected Poems*, Translated and introduced by Joanna Richardson, Penguin Books, 1975, pp. 38 - 39